নিভৃত নির্জনে

অনিরুদ্ধ রাহা

চোখ মেলতেই কাঁচের জানলার বাইরে আবছা কুয়াশার চাদরে মোড়া আপেল গাছটা। সেদিকে তাকিয়ে হাল্কা পশমের ব্ল্যাঙ্কেটটা ভালো করে টেনে নিয়ে শুয়ে থাকে সূর্যমিত্রা। কাল রাতে ঘুমাতে অনেক দেরী হয়েছে। এক এক দিন যে কী হয় নীলাদ্রির! কাল রাতেই তো অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিল সূর্যমিত্রা। এই বোধহয় এলো, এইবার নিশ্চয় আসবে। কিন্তু না, রাত দুটো বেজে গেল। ঘুমে চোখ জুড়িয়ে এলো। শেষমেষ বিরক্ত হয়ে ঘুমিয়েই পড়লো সূর্যমিত্রা।

অত রাতে ঘুমিয়ে এতো সকালে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু গ্রাহামস্ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ্-এর মূল ফটক থেকে বেরিয়ে গাড়ি চলা রাস্তাটা ধরে একটু এগিয়ে ডানদিকের পায়ে চলা পথটায় ঢুকে সোজা এগোলেই আশ্চর্য সেই বাঁকটা। ওখানে পৌঁছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা নেশায় পরিণত হয়েছে সূর্যমিত্রার। পায়ের নিচে বার্চ, পাইন, দেবদারুর গভীর গোপন সবুজ হাতছানির ইশারা এড়িয়ে আরো উত্তরে চোখ মেললেই গাঢ় নীল, হালকা নীল আর ধূসর নীলের উপর সাদা ওড়নার আস্তরণ। নাম না জানা শৃঙ্গরাজির সমাহার। নাম জানতে ইচ্ছাও করে না সূর্যমিত্রার। সব জানলে তো দেখার আনন্দটাই মাটি। বরং এই বেশ ভালো। শুধু চেয়ে থাকা আর ঠিক ভুল মিশিয়ে কল্পনার জাল বুনতে বুনতে নিজের মতো করে দেখা। নাম জানলেই তো, আর সকলের দেখা আর সূর্যমিত্রার দেখা এক হয়ে গেল। কিন্তু সে তো বিশ্বাস করে নিভৃত নির্জনে তার একান্ত দর্শনে। ঝিম ধরা এক ভালো লাগায় ভরে ওঠে সূর্যমিত্রা। এখানে নেই কোনো অপেক্ষা। নিরবচ্ছিন্ন অপেক্ষায় থাকে না কোনো প্রত্যাশার প্রহর। রোজ সকালে ওকে ডেকে নিয়ে আসে গাঢ় নীল, হাল্কা নীল আর ধূসর নীলের উপর সাদা ওড়নার একান্ত হাতছানি। গ্রাহামস্ ইনস্টিটিউটে আসার পর থেকে গত পাঁচমাসে একদিনও ব্যতিক্রম হয়নি।

'গুড মর্নিং ম্যাডাম'

অচেনা কণ্ঠস্বরে সম্ভাষণে ঘাড় ঘোরায় সূর্যমিত্রা। চিনতে পারে। গতকাল আর গত পরশু যে সব গবেষকরা যোগ দিয়েছেন, মানুষটি তাদেরই একজন। গতকাল বিকেলে চায়ের বিরতিতে নতুনদের সঙ্গে যখন পরিচিত হচ্ছিল সবাই তখন পরিচয় দিয়েছিল নিজের। নামটা মনে নেই সূর্যমিত্রার। দিল্লী ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছে, সে কথাটা মনে আছে। নামটা মনে না পড়ায় অস্বস্তি হতে থাকে। সাদা ট্র্যাক প্যান্টের সঙ্গে হালকা নীল জ্যাকেট। পায়ে সাদা স্পোর্টস শু। সূর্যমিত্রার দিকে তাকিয়ে হাসছে ছেলেটি। ছেলেই বলা চলে ওকে। বয়সে ছোটই হবে সূর্যমিত্রার চেয়ে। হয়তো বছর বত্রিশ। লম্বা নির্মেদ শরীর। সামান্য চাপা গায়ের রঙ ওর ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। সবচাইতে আকর্ষণীয় ওর উজ্জ্বল চোখদুটো। তাৎক্ষণিক অস্বস্তিটা কাটিয়ে সূর্যমিত্রা হেসে বলে, 'গুড মর্ণিং।'

'দিস মর্নিং ইজ্ রিয়েলি গুড...সকাল এখানে সব সময়েই সুন্দর বাট টুডে ইজ অলটুগেদার ডিফারেন্ট।'

অবাক হয়ে সূর্যমিত্রা বলে, 'আপনি বাংলা জানেন?'

'খুব ভালো জানি...অবাক হলেন?'

'নাঃ...অবাঙালিরা অনেকেই তো ভালো বাংলা জানেন...আপনি কলকাতায় ছিলেন নাকি?'

'নো ম্যাডাম...কিন্তু আমরা আপনি আপনি করছি কেন? ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমি বেশিক্ষণ আপনি বলতে পারি না।'

'ওকে...নো ইসু...আপনি বাংলা শিখলেন কেমন করে?'

'ফির ওহি? তাহলে তো আমাকেও আপনি বলতেই হবে...'

কী যেন এক আশ্চর্য আন্তরিকতা মানুষটার কণ্ঠস্বরে। এতো তাড়াতাড়ি আপনি থেকে তুমিতে যাবার অনুরোধ যে কেউ করতে পারে, এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি সূর্যমিত্রার। কিন্তু আন্তরিকতার স্পর্শটুকুকে অবহেলা করতেও মন সায় দেয় না।

'বাংলা শেখার সুযোগ হলো কোথায়?'

'দিস ইজ্ গুড সূর্যমিত্রা! না আপনি, না তুমি'

আবার অবাক হয় সূর্যমিত্রা। গতকাল পরিচয় পর্বে হয়তো কাউকে নিজের নামটা একবার বলেছিল, কিন্তু এই মানুষটির সঙ্গে তো সরাসরি কথা হয়নি তখন। সাধারণতঃ নতুন যারা আসে তারাই তাদের পরিচয় দেয়। পুরনোদের সঙ্গে পরিচয় গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

'তুমি আমার নাম জানো? কেমন করে জানলে?'

'যেমন করে বাংলা শিখলাম!'

'মানে?'

'তোমার কথা আমাকে বলেছেন প্রফেসর সান্যাল। বাংলাও শিখেছি ওঁর কাছেই।'

'প্রফেসর সপ্তর্ষি সান্যাল?'

'হ্যাঁ...ওঁর কাছে আমি সাতবছর কাজ করেছি'

'ইজ ইট! প্রফেসর সান্যাল আর আমি কিছুদিন একসঙ্গে কাজ করেছি...উনি অনেক সিনিয়র...আমরা কিছু কাজ একসঙ্গে করেছি।'

'আই নো...আপনাদের কো-অথরশিপে তিনটে পেপার আছে।'

'ঠিক...কিন্তু তোমাকে উনি আমার কথা বললেন কেন?'

'আমি এখানে আসছি শুনে উনি বললেন তুমি এখানে আছ, 'ইনডিভিজুয়ালস্ ইন সলিটিউড ইন সোস্যাল নেটওয়ার্ক'-এর ওপর কাজ করছো।'

'স্ট্রেঞ্জ! এতো কথা হলো আমার বিষয়ে!'

'তোমার ব্যাপার প্রফেসর সান্যাল-এর কতোটা হাই ওপিনিয়ন তুমি ধারণাও করতে পারবে না।'

'আই নো, হি ইজ অ্যাফেক্শনেট'

'নো, ইটস্ নট অনলি অ্যাফেক্শন...উনি তোমাকে সম্মান করেন'।

'ইট ইজ্ হিজ্ গ্রেটনেস্...ওঁর মতো বিদগ্ধ পণ্ডিতের কাছে আমি কিছু না...'

'কী পণ্ডিত?'

'বিদগ্ধ...'

'সূর্যমিত্রা! আমি বাংলা জানি কিন্তু এতো ভালো জানি না...ওকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড...'

হেসে ওঠে ওরা দুজনেই। সূর্যমিত্রার ভালো লেগে যায় ছেলেটিকে। কিন্তু ওর নামটা যে এখনো মনে পড়ছে না।

'চলো'

'কোথায়?'

'জগিং করে আসি।'

আবার হেসে ফেলে সূর্যমিত্রা। 'আমি জগিং করবো!'

'ইয়েস...হোয়াই নট? তুমি তো জগিং করার জন্য পারফেক্ট ড্রেস-এ আছ'

'ইটস্ নট অ্যাবাউট মাই ড্রেস...আমি কখনো জগিং করিনি...'

'সো হোয়াট? জীবনে সব কিছুই তো কোনো না কোনো একদিন শুরু করতে হয়...সো স্টার্ট জগিং ফ্রম দিস মর্নিং!'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে এতটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ছেলেটা যে এড়াতে পারে না সূর্যমিত্রা।

'আস্তে আস্তে কিন্তু...আমি বেশিক্ষণ পারবো না...'

'ওকে...লেটস্ স্টার্ট'

ধীরে ধীরে ছুটতে শুরু করে ওরা। উৎরাই-এ নামতে নামতে ওরা পৌঁছে যায় ছোট্ট একটা নদীর ধারে। ছোট বড়ো নুড়ি পাথরে ধাক্কা খেয়ে সফেন স্রোত। একটা বড়ো পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে থাকে সূর্যমিত্রা।

'ফেরার পথ কিন্তু পুরোটাই আপহিল'

'আমি আর জগিং করতে পারবো না। তুমি জগিং করে উঠে যাও। আমি ধীরে ধীরে হেঁটে উঠবো'

'তোমাকে ডেকে এনে একা রেখে চলে যবো? এই জায়গাটা কিন্তু প্রায় জঙ্গল'

'জঙ্গল কোথায়...এতো পাইনের বন'

'পাইনের বন কী জঙ্গল নয়? পাইন বনে শুনেছি ভালুক থাকে'

'ভালুক! এখানে ভালুক আছে নাকি? যাঃ!'

'থাকতেই তো পারে'

'যদি থাকে তাহলে তুমি থাকা বা না থাকাতে কতোটা লাভ বা ক্ষতি হবে?'

'তা অবশ্য ঠিক...তবে দুজনে থাকলে প্রব্যাবিল্যাটি ফিফটি ফিফটি হয়ে যাবে। ভালুক একটা চয়েস পাবে'

ছেলেটার রেডি উইট ভালো লাগে সূর্যমিত্রার। হেসে বলে, 'প্রব্যাবিল্যাটি কিন্তু ফিফটি ফিফটি নাও হতে পারে।'

'কেন?'

'ভালুকটার যদি বুদ্ধি থাকে, তাহলে সে আমাকে অ্যাটাক করার চান্স বেশি'

'কেন?'

'তুমি আমার থেকে অনেক স্ট্রং...রেজিস্টেন্স বেশি পাবে'।

'দ্যাটস আ গুড পয়েন্ট...কিন্তু ভালুকটার যদি স্পোর্টসম্যানশিপ থাকে তাহলে সে আমাকেই অ্যাটাক করবে। একটা ভালো ফাইট তো হবে!'

হাসতে থাকে সূর্যমিত্রা। ওর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ছেলেটা বলে, 'চলো পাইন কোন্ কালেক্ট করি'

'পাইন কোন্...নেব কেমন করে? সঙ্গে তো কোনো ব্যাগ নেই'

'সো হোয়াট? জ্যাকেটের পকেটে নেবে। হাতে নেবে'

সূর্যমিত্রার মনে পড়ে কলকাতায় বাড়ি থেকে বেরনোর আগে মনুয়া বলেছিল, 'আমার জন্য অনেক পাইন কোন্ আনবে কিন্তু'। এখানে আসার পর বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেছে। পাইন কোন্ সংগ্রহ করা হয়নি। যেতে আসতে চোখে পড়েনি তা নয়। মনুয়ার কথাটা মনে ছিল না তাও নয়। একা একা রাস্তার ধার থেকে পাইন কোন্ সংগ্রহ করার ইচ্ছাটাই হয়নি। একা একা অনেক কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। করা যায় না।

'চলো চলো', বলতে বলতে এগিয়ে যায় ছেলেটা। দীর্ঘ শরীরটাকে নুইয়ে মাটিতে পড়ে থাকা পাইন কোন্ তুলে জ্যাকেটের পকেটে পুরতে থাকে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে সূর্যমিত্রাও কুড়োতে শুরু করে পাইন কোন্। ছোট বড়ো মিলিয়ে তিন চারটে নিতেই পকেট ভর্তি। সেদিকে তাকিয়ে ছেলেটা বলে, 'এবার হাতে করে নাও'

অসম্ভব ভালো লাগতে থাকে সূর্যমিত্রার। ভালো লাগার এই অনুভূতিটা অনেকদিন পর ফিরে পেয়ে আরো ভালো লাগতে থাকে।

'যে কটা পারো নাও। রোজ এসে কয়েকটা করে নিলে অনেক জমা হয়ে যাবে'

পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে চোখে পড়ে জঙ্গলের মাঝে পড়ে আছে দুটো ম্যাপল পাতা। চোখ তুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে ওরা খুঁজে পায় না কোনো ম্যাপল গাছ।

'এই পাতা দুটো কোথা থেকে এলো বলতো?'

'তাই তো ভাবছি...হয়তো হাওয়ায় উড়ে এসেছে'

'মাত্র দুটো পাতা হাওয়ায় উড়ে এলো?'

'তাই তো! তাহলে হয়তো কোনো পাহাড়ি ছেলে বা মেয়ে নিয়ে যেতে যেতে ফেলে গেছে'

'তা হতে পারে...'

'নেবে?'

'কী হবে, শুকিয়ে যাবে তো'

'শুকিয়ে যাবার আগে কাউকে দিতে পারো...অবশ্য যদি...'

'অবশ্য যদি মানে? কী বলতে চাও'

'নাঃ, মানে তোমার যদি ম্যাপল পাতা দেবার মতো কেউ থাকে'। হাসতে থাকে ছেলেটা।

'তাহলে বরং তুমি নাও'

'আমি? কেন?'

'তোমার যদি কেউ থাকে...মানে ম্যাপল পাতা দেবার মতো'

জোরে হেসে ওঠে ছেলেটা। 'ওকে, তাহলে চলো ফিফটি ফিফটি...তুমি একটা, আমি একটা'

'তুমি দুটোও নিতে পারো'

'প্রব্যাবিল্যাটি টু হান্ড্রেড পার্সেন্টি বলছো!'

'যাকগে, ভাগাভাগি করার দরকার নেই। বনের ম্যাপল পাতা বনেই পড়ে থাক। আমরা বরং ওদের ছবি তুলে নিয়ে যাই। সবুজ মখমলের উপর অরেঞ্জ ম্যাপল! অসাধারণ কনট্রাস্ট!'

'নট আ ব্যাড আইডিয়া...গ্রীণ মাইন্ডস্ ইন লাভ! তাছাড়া ছবি থাকলে আর একটাও সুবিধ হবে'

'আবার কী সুবিধা?'

'মাল্টিপিল ইউজ...'

'তুমি তো সাংঘাতিক ছেলে!'

'হোয়াই? আমি কিছু ভুল বললাম?'

'ভুল বলবে কেন...একই ম্যাপল পাতা বহু লোককে দেবে? সাংঘাতিক ব্যাপার তো!'

'সাংঘাতিক কেন? হিউম্যান বিইংস্ আর বাই নেচার পলিগ্যামাস্...মানুষ কী একজনকেই ভালোবাসে?'

একটু চুপ করে থেকে সূর্যমিত্রা বলে, 'ট্রু...বাট...'

'যতই বাট বলো, ইটস আ ট্রুথ্...আমাদের মাইথোলজিগুলোও তো এই ধারণাকেই সার্পোট করে। সমাজের তৈরি করা নিয়মকানুনগুলো আমাদের ন্যাচারাল ইনস্টিঙ্কটকে আটকাতে চায়...বাট দ্য ট্রুথ রিমেইনস্।'

'ঠিকই বলছো...যা কিছু প্রাকৃতিক তাকে দমন করতে শেখায় আমাদের সমাজ। সমাজে সভ্যতার অগ্রগতি আসলে হয়তো আমাদের অবদমনের ইতিহাস। সামাজিক হতে হতে, ব্যক্তি হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় টুকরো টুকরো কামনা আর বাসনা। অথচ সেইসব নিয়েই তো আমি...সেসব কামনা বাসনাকে অবদমিত করে, আমার অজান্তেই আমি হারিয়ে গিয়ে, অবশিষ্ট থাকে অন্য আর এক মানুষ যার সঙ্গে আমার দেখা হয় না কোনোদিন...'

'সূর্যমিত্রা! সূর্যমিত্রা, এতো কঠিন বাংলা আমি বুঝতে পারি না। আমি বুঝতে পারছি ইউ আর টকিং অ্যাবাউট এক্সিসটেনশিয়াল ক্রাইসিস...তাই তো?'